বাংলাদেশের মধ্যবিত্তঃ একটি ধারণা

ড. আবুল বারকাত

আমার মতে "মধ্যবিত্ত" – বিষয়টি বিত্তের এবং সেই সাথে মানসিকতার (দৃষ্টিভঙ্গি/মূল্যবোধসহ)।
তবে বিত্তটাই প্রধান।

মধ্যবিত্ত মানসিকতা সৃষ্টিতে বিত্তের ভূমিকা নিয়ামক।
তবে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ধনীদের মধ্যেও মধ্যবিত্ত-মানসিকতা প্রবল (উচ্ছিষ্ট বলতে পারেন)।

আমি মনে করি বিত্তের মাপকাঠিতে যাদের অবস্থান মাঝখানে – তারাই মধ্যবিত্ত।
(অর্থাৎ সমাজ কাঠামোর দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান দরিদ্র ও ধনীর মাঝখানে; বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মাঝখানে)

↓

আর এই বিত্ত হ'ল অর্থ-সম্পদগত (অস্থানান্তর যোগ্য, immovable: বাড়ীঘর/জমাজমি; স্থানান্তর যোগ্য – অর্থ, সোনাদানা, গাড়ী-ঘোড়া, এমন কি শিক্ষা)।
তবে কারণ-পরিণাম সম্পর্ক বিচারে মধ্যবিত্ত মানসিকতা সৃষ্টিতে অর্থনৈতিক বিত্তটা প্রধান ভূমিকা পালন করলেও সেটা একমাত্র নয়; এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে

- দেশের অর্থনৈতিক বিবর্তন, কাঠামো (economic evolution, structure)
- রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস/ঐতিহ্য
- পরিবেশ/প্রতিবেশ ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক বিত্ত ভিত্তিক এ ধারণার মানদণ্ডে ১৪ কোটি মানুষের এ দেশে মধ্যবিত্তের সংখ্যা নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি।
ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে হিসেব-নিকেষ করার কিছু চেষ্টা আমি করেছি।
প্রবণতাটাও বুঝতে চেয়েছি (অর্থাৎ ২০ বছর আগের তুলনায় এখনকার অবস্থা)।

সংখ্যাতাত্ত্বিক/জনমিতিক হিসেব বলার আগে দুটো কথা বলা দরকার (বিতর্ক এড়ানোর স্বার্থে)।

প্রথমত: ধারণাগতভাবে "মধ্যবিত্ত" কোনো একক (monolithic)/১০০% সমজাতিয় (homogenous) সত্ত্বা নয়।
বিত্তের মাপকাঠিতে মধ্যবিত্তকে কমপক্ষে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়:

- নিম্ন মধ্যবিত্ত (Lower middle class)
- মধ্য মধ্যবিত্ত (Mid- middle class)
- উচ্চ মধ্যবিত্ত (Upper middle class)
- এ তিন স্তরের মধ্যবিত্তের অবস্থা/অবস্থান আর জীবন মানের স্বকীয়তার কারণে তারা একই বিষয়ে ভিন্নভাবে ভাবেন; ভিন্নভাবে act (ক্রিয়া) করেন।
  ধরুন: চালের দাম বাড়লে নিম্ন মধ্যবিত্ত যেভাবে act করেন উচ্চ মধ্যবিত্তরা কিন্তু অন্যভাবে act করেন। আবার গাড়ীর পেট্রোলের দাম বাড়লে act করার direction পাল্টে যায়।
  আবার রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়েও তারা একভাবে ভাবেন না।

দ্বিতীয়ত: গ্রাম ও শহরের মধ্যবিত্ত পরিমাপণের মানদণ্ড আমার কাছে এক নয়।

আমি –গ্রামের জন্য ভূমি মালিকানার পরিমাণ ব্যবহার করেছি; আর শহরের জন্য ব্যবহার করেছি সম্পদের মূল্যমান (asset valuation)|

এখন হিসাবে আসা যাক

- আমার হিসেবে ১৪ কোটি মানুষের এ দেশে মোট মধ্যবিত্তের সংখ্যা ৪ কোটি ৫০ লাখ (মোট জনসংখ্যার ৩৩%): গ্রামে ৩ কোটি ১০ লাখ (মোট জনসংখ্যার ২২%; মোট মধ্যবিত্তের ৬৯%), আর শহরে ১ কোটি ৪০ লাখ (মোট জনসংখ্যার ১০%; মোট মধ্যবিত্তের ৩১%)।
- দ্বিতীয়ত: গ্রামের জনসংখ্যার ২৭% মধ্যবিত্ত, আর শহরের ৪৭% মধ্যবিত্ত।
  শহরের তুলনায় গ্রামে দ্বিগুণ বেশি মধ্যবিত্তের বাস।
  আবার তুলনামূলকভাবে শহরে মধ্যবিত্তের বসবাসের সংখ্যা বেশি (শহর ৪৫%, গ্রাম ২৭%)।
  আর উৎসগতভাবে আজকের শহুরে মধ্যবিত্তের ৯০ ভাগ এসেছেন গ্রাম থেকে।
- তৃতীয়ত: ৪ কোটি ৫০ লাখ মধ্যবিত্তের মধ্যে
  সবচে বড় অংশ হ'ল নিু মধ্যবিত্ত (২ কোটি ৪০ লাখ = ৫২%),
  তারপর মধ্য-মধ্যবিত্ত (১ কোটি ৫০ লাখ = ৩৫%),
  আর উচ্চমধ্যবিত্ত ১৩% (মাত্র ৬০ লাখ)।
- চতুর্থত: গত ২০ বছরে মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১ কোটি (১৯৮৪ = ৩ কোটি ৬৫ লাখ থেকে এখন ৪ কোটি ৫০ লাখ)। মজার ব্যাপার হ'ল, তিনস্তরের মধ্যবিত্তের মধ্যে নিরঙ্কুশ ও আপেক্ষিক উভয় বিচারেই বেড়েছে "নিু মধ্যবিত্তের সংখ্যা"।
- পঞ্চমত: গত ২০ বছরে সবচে' বেড়েছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা (৬ কোটি থেকে ৯ কোটি)।
  ২০ বছরে যে ৪ কোটি মানুষ বেড়েছে তার ৭৮% বেড়েছে দরিদ্র গ্রুপে অর্থাৎ নিু-মধ্যবিত্তের একাংশ দরিদ্র হয়েছে; আর মধ্যবিত্ত গ্রুপে যে অতিরিক্ত প্রায় ১ কোটি মানুষ বেড়েছে তার ৬০% বেড়েছে নিু- মধ্যবিত্তদের কারণে।
  অর্থাৎ সামগ্রিক বিচারে মধ্যবিত্তের আর্থিক বিত্তের প্রবণতাটি নিম্নগামী।
  অর্থাৎ সম্পদ পুঞ্জিভূক্ত হয়েছে ধনীদের মধ্যে (যাদের সংখ্যা এখন ৪০ লাখ)।

তিন-স্তর বিশিষ্ট এ মধ্যবিত্ত বহু ভাল-মন্দের এক অনন্য জটিল সংমিশ্রণ। পার্থক্যটা মাত্রার ও তীব্রতার (degree and intensity)।

- এই মধ্যবিত্ত
  ১. সুবিধাবাদী (opportunist): স্বার্থপর। স্ব-স্বার্থে অনড়।
  নিজের সুবিধা নিশ্চিত করতে অন্যের অসুবিধার কারণ হতে কুন্ঠাবোধ করে না (আর প্রথম জেনারেশন উচ্চ শিক্ষিত হলে তো কথাই নেই)।
  ২. উচ্চাকাঙ্খি (overambitious, high self-esteem): যা হবার নয় তাই সে হতে চায়। নিু চায় মধ্যে যেতে, মধ্য চায় উচ্চ মধ্যবিত্ত হতে– মাধ্যম ঘুষ, দুর্নীতি যাই হোক না কেন। (সেই সাথে আছে by-pass করার প্রবণতা অর্থাৎ নিু একলাফে উচ্চ মধ্যবিত্তে রূপান্তর হতে চায়; আর মধ্য-মধ্যবিত্ত একলাফে ধনী হতে চায়। সেটা না হলে পেশা বাছবার ক্ষেত্রে ঘুষ-প্রধান পেশার প্রাধান্য কেন?)।
  ৩. প্রতারণা-প্রবণ (cheating trend): নিজের সাথেই নিজে প্রতারণা করে (অন্যের সাথে তো কথাই নেই)।

৪. পলায়ন-প্রবণ (escaping trend): চোখের সামনে অপরাধ দেখলে চোখ বন্ধ করে। বড় জোর যৌথ উদ্যোগে সামিল হয়।

৫. দাম্ভিক (arrogantly proud; braggart): পোষাক-আশাক, আচার-আচরণে প্রতিনিয়ত দম্ভ প্রকাশে ব্যস্ত। বড়াইবাজ। এক ধরণের সবজান্তা। "জানি না" বলতে শেখেনি। দাম্ভিকতা-উদ্ভুত মূর্খতা আছে– এদের মধ্যে। এরা প্রচার প্রবণ।

৬. ভঙ্গুর (fragile): কাঁচের গ্লাসের মত।
পরিবারের একজনের বড় অসুস্থতা নিু মধ্যবিত্তকে দরিদ্র আর মধ্য মধ্যবিত্তকে নিম্ম-মধ্যবিত্তে রূপান্তরে যথেষ্ট।
আবার ২ কোটি বেকার যুবকদের বড় অংশ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে- যাদের ব্যাপকাংশ শিক্ষিত বেকার– এটা ভঙ্গুরতা বাড়ায়।

৭. টলমলে/দোদুল্যমান (vacillating): নীচে নামার ভয়ে থাকে আবার উপরেও উঠতে চায়।

৮. স্বপ্ন-প্রবণ (somnambulist, obsessed in dream): একদিকে আর্থিক টানাপোড়েনে অনিশ্চিত/নির্ঘুম জীবন যাপন করেন। আর অন্যদিকে কোনভাবে সন্তানকে বিদেশ পাঠাতে পারলে অথবা উপরি আলা চাকুরীর সংস্থান করতে পারলে জীবন সার্থক মনে করেন।

৯. ভাগ্যবাদী (fatalist): (এদের ব্যাপকাংশ) জীবনের অনিশ্চয়তা-উদ্ভুত নিরাশা/হতাশার (frustration) কারণে এরা চরম ভাগ্যবিশ্বাসী।

১০.(এই মধ্যবিত্তের একাংশ আবার) প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার ধারক, পরিবর্তনকামী, বিদ্রোহ প্রবণ: (উদাহরণ)

   ক. শিল্প-সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা বিকাশে তারা অগ্রণী।

   খ. ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা/মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের (যাদের ব্যাপকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারের) অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য।

   গ. আর মধ্যবিত্তের এ-বৈশিষ্ঠের কারণেই ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের সময় US State Dept. থেকে বাংলাদেশে নিযুক্ত US রাষ্ট্রদূত বরাবর জানানো হয়েছিল "পরিবর্তন জরুরি হলে নির্ভর করতে হবে শহুরে মধ্যবিত্তদের উপর। শহুরে মধ্যবিত্তদের মধ্যে ৪৮ ঘণ্টার জন্য খাদ্য-সরবরাহ (food supply chain) বন্ধ রাখতে পারলে অন্য কিছু আর করা লাগবে না।"

৫। শেষ কথা : আমাদের দেশের তিন-স্তর বিশিষ্ট মধ্যবিত্তের বর্তমান চরিত্র/বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যত বিকাশ দেখতে হবে একটি সমীকরণে যেখানে অন্তত: ৩টি বিষয় ভাবতে হবে :

প্রথম: উদারীকরণের (liberalization) আওতায় তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতি এমন এক ধরণের বিকৃতি (distortion) সৃষ্টি করেছে যেখানে মনুষ্য সম্পর্কসহ সব কিছুই বাজারী পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

দ্বিতীয়: অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন (economic and political criminaliztion) যেখানে কালো টাকা, সন্ত্রাস, খুন, ঘুষ, দুর্নীতি, অস্বাধীনতা (unfreedom), মনোজাগতিক সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষ হবার বিপত্তি, মুক্ত-চিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতাহরণ– এসবই মূল প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয়: তথ্য-প্রযুক্তির অবারন্ত বিকাশের আওতায় পূঁজিবাদী বিশ্বায়ন-এর (globalization) নীট ফল তিন-স্তরের মধ্যবিত্তের জন্য অনুরূপ নয় (ছিটকে পড়বে নিু মধ্যবিত্ত; মধ্য-মধ্যবিত্তের অধোগতি হবে; উচ্চ মধ্যবিত্ত বিভিন্ন ধরণের ম্যানুভার করে বাঁচার সুযোগ খুঁজবে)।

বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের সংখ্যা : ২০০৪ ও ১৯৮৪
(Estimates by Abul Barkat ; 1 March 2004)

২০০৪ [(মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি = ১১ কোটি গ্রামে (৭৮%) + ৩ কোটি শহরে (২২%)]
(উৎস : আদমশুমারী ১৯৯১ ; extrapolated using growth rate)

গ্রাম/শহর	দরিদ্র	মধ্যবিত্ত				ধনী	মোট
		নিম্ন	মধ্য	উচ্চ	মোট		
গ্রাম (ভূমির পরিমাণ ভিত্তিক)							
%	৭১	১৬	৮	৩	২৭	২	১০০
জনসংখ্যা (কোটি)	৭.৭	১.৮	১.০	০.৩	৩.১	০.২	১১
শহর (সম্পদের মূল্যমান ভিত্তিক)							
%	৫০	২০	১৫	১০	৪৫	৫	১০০
জনসংখ্যা (কোটি)	১.৪	০.৬	০.৫	০.৩	১.৪	০.২	৩
মোট							
%	৬৫	১৭.১	১০.৭	৪.৩	৩২.১	২.৯	১০০
জনসংখ্যা (কোটি)	৯.১	২.৪	১.৫	০.৬	৪.৫	০.৪	১৪

১৯৮৪ [(মোট জনসংখ্যা ১০ কোটি = ৮ কোটি ৪০ লাখ গ্রামে (৮৪%) + ১ কোটি ২০ লাখ শহরে (১৬%)]

গ্রাম/শহর	দরিদ্র	মধ্যবিত্ত				ধনী	মোট
		নিম্ন	মধ্য	উচ্চ	মোট		
গ্রাম (ভূমির পরিমাণ ভিত্তিক)							
%	৬৩	১৬.৯	১১.৬	৪.৭	৩৩.২	৩.৮	১০০
জনসংখ্যা (কোটি)	৫.৩	১.৪	১.০	০.৪	২.৮	০.৩	৮.৪
শহর (সম্পদের মূল্যমান ভিত্তিক)							
%	৪৫	৩০	২০	৩	৫৩	২	১০০
জনসংখ্যা (কোটি)	০.৭	০.৫	০.৩	০.০৫	০.৮৫	০.০৩	১.৬
মোট							
%	৬০	১৯	১৩	৪.৫	৩৬.৫	৩.৩	১০০
জনসংখ্যা (কোটি)	৬.০	১.৯	১.৩	০.৪৫	৩.৬৫	০.৩৩	১০

১. গত ২০ বছরে নিরঙ্কুশ জনসংখ্যা প্রত্যেক গ্রুপে বেড়েছে।
২. ৪ কোটি বাড়তি জনসংখ্যার ৭৮% বেড়েছে (৩ কোটি ১০ লাখ) দরিদ্র গ্রুপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে। অর্থাৎ নিম্ন-মধ্যবিত্তের একাংশ (?) দরিদ্র হয়েছে।
৩. মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেড়েছে ৮৫ লাখ, যার প্রায় ৬০% বেড়েছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত গ্রুপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে (মধ্য- মধ্যবিত্ত = ২৩.৫%; উচ্চ মধ্যবিত্ত ১৭.৬%)। অর্থাৎ মধ্য-মধ্যবিত্তের একাংশ নিম্ন-মধ্যবিত্তে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ বড় সাইজের স্থায়িত্বশীল মধ্যবিত্ত সৃষ্টি হয়নি।
৪. অতএব, গত ২০ বছরে দারিদ্র বেড়েছে; মধ্যবিত্তের অধোগতি হয়েছে; সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়েছে ধনীদের হাতে।

মধ্যবিত্ত হিসেবের পদ্ধতিগত মানদণ্ড

ক্রমিক	গ্রাম (মানদণ্ড = ভূমির পরিমাণ, ডেসিমেল)	সামাজিক শ্রেণী	শহর (মানদণ্ড = মোট সম্পদের মূল্যমান, টাকায়)
১.	ভূমিহীন (০ থেকে ৪৯)	দরিদ্র	৫ লাখ টাকার নিচে
২.	প্রান্তিকদের নীচের অর্ধেক (৫০ - ১০০)	(নিম্নবিত্ত)	
৩.	প্রান্তিকদের উপরের অর্ধেক (১০১ - ২৪৯)	নিম্ন মধ্যবিত্ত	৫ - ৯ লাখ টাকা
৪.	ক্ষুদ্র কৃষক (২৫০ - ৪৯৯)	মধ্য-মধ্যবিত্ত	১০ - ২৯ লাখ টাকা
৫.	মাঝারি কৃষক (৫০০ - ৭৪৯)	উচ্চ মধ্যবিত্ত	৩০ - ৪৯ লাখ টাকা
৬.	ধনী কৃষক (৭৫০ +)	ধনী (উচ্চবিত্ত)	৫০ লাখ টাকা ও উর্ধ্বে